গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর-০৪.৫১৪.০৩৫.০০.০০.০২০.২০১০-১৪২

তারিখ: ২১ চৈত্র ১৪২৩ / ০৪ এপ্রিল ২০১৭

বিষয় : ৩৫-তম বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাগণের জন্য Orientation Training-এর আয়োজন করা সংক্রান্ত।

সূত্র: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ০৫.০০.০০০০.১৪৭.৩৫.০০৬.১৬-৮২ তারিখ: ০২ এপ্রিল ২০১৭।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রে উল্লিখিত স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারভুক্ত ৩৫-তম বিসিএস-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত/পদায়িত কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে আগামী ০২ মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে নিয়োগদানপূর্বক বিভিন্ন বিভাগে পদায়ন করে থাকে। সেই হিসাবে নবনিয়োগকৃত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট যোগদান করে থাকেন। বরাবরের ন্যায় এই বছরও বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ৩৫-তম ব্যাচের নবনিয়োগপ্রাপ্ত ২৮০ জন শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের জন্য তিন দিন ব্যাপী একটি Orientation Training-এর আয়োজনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ একটি অভিন্ন কর্মসূচির খসড়া প্রণয়ন করছে। প্রণীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকল বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অথবা সমাপন-অধিবেশনে সদ্য যোগদানকৃত শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ দিক্-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

২। পর্যাপ্ত অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান, সময় এবং অন্যান্য যৌক্তিক কারণে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের জন্য প্রযোজ্য মৌলিক প্রশিক্ষণাদি গ্রহণের সুযোগ থাকে না। এজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের সুবিধাজনক সময়ে ও পর্যায়ক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের চাকরিতে নিয়োগের প্রারম্ভেই সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের তত্ত্বাবধানে তিন দিন ব্যাপী Orientation Training-এর আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক) চাকরি জীবনের শুরুতে নবীন কর্মকর্তাদেরকে কর্মজীবন এবং সিভিল সার্ভিসের জীবনাচার, দৃষ্টিভঙ্গি, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান;

খ) নবাগত সদস্যদেরকে সেবাপরায়ণ, দক্ষ, কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল, জনমুখী এবং দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান;

চলমান পাতা-২

গ) কর্মজীবনের শুরুতেই ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং-এর মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, নৈতিকতার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়করণ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

ঘ) শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি।

৩। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন ৩৫-তম বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের জন্য তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হলে নবীন কর্মকর্তাগণ সেবা প্রদানে আরও বেশি দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও জনমুখী হতে পারেন। কাজের সুবিধার্থে ৩৫-তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারদের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Orientation Training-এর ব্যবস্থাপনা ও মডিউলের খসড়া রূপরেখা এই সঙ্গে প্রেরণ করা হল।

৪। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত- বর্ণনামতে তিন পাতা।

০৪/৪/১৭

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ০২-৯৫৭৩৮৩৩

সিনিয়র সচিব/সচিব
.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি:
১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।
৪। জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মাঠ প্রশাসন সমন্বয় অধিশাখা

৩৫-তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারদের জন্য Orientation Training-এর ব্যবস্থাপনা এবং মডিউলের রূপরেখা (সম্ভাব্য)।

৩৫-তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের তত্ত্বাবধানে Orientation Training-এর ব্যবস্থাপনা।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

- চাকরি জীবনের শুরুতে নবীন কর্মকর্তাদেরকে কর্মজীবন এবং সিভিল সার্ভিসের জীবনাচার, দৃষ্টিভঙ্গি, দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান;
- ঐতিহ্যবাহী প্রশাসন পরিবারের নবাগত সদস্যদেরকে সেবাপরায়ণ, দক্ষ, কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল এবং দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান;
- কর্মজীবনের শুরুতেই ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং-এর মাধ্যমে নবীন কর্মকর্তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি, নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ, নৈতিকতার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়করণ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং
- শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে পেশাগত দক্ষতা অর্জন এবং মানবিক গুণাবলি বিকাশের জন্য প্রাথমিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রশিক্ষণ-পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থাপনা:

- ✓ উদ্বোধনী অধিবেশনটি আনুষ্ঠানিক এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হতে হবে;
- ✓ প্রশিক্ষণের বিষয়গুলির ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে সেশনের আয়োজন এবং অগ্রজ কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার (interaction) মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে;
- ✓ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে এবং কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে হবে;
- ✓ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। মাঠ প্রশাসনের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা, বিভাগাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রশিক্ষক এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ এই কার্যক্রমে Resource Person হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন; এবং
- ✓ প্রশিক্ষণ শেষে এ কার্যক্রমের ওপর একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

৩৫-তম শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের জন্য Orientation Training-এর রূপরেখা।

প্রথম দিবস (কর্মকর্তাগণের যোগদানের দিন)

অধিবেশন	প্রশিক্ষণের বিষয়
উদ্বোধনী অধিবেশন	(ক) রেজিস্ট্রেশন; (খ) স্বাগত বক্তব্য; (গ) পরিচিতি পর্ব; এবং (ঘ) উদ্বোধনী অধিবেশনে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান।
দ্বিতীয় অধিবেশন	**মাঠ প্রশাসন:** (ক) মাঠ প্রশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান; (খ) বিভাগীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান; এবং (গ) বিভাগ ও জেলার দপ্তরসমূহের আন্তঃসম্পর্ক ও সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত বিষয়াদি।
তৃতীয় অধিবেশন	**জেলা প্রশাসন:** (ক) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক পদের ঐতিহ্য, গুরুত্ব ও কার্যাবলি (Charter of Duties); (খ) জেলা প্রশাসনের সদস্য হিসেবে নবাগত কর্মকর্তাদের অবস্থান ও ভূমিকা; এবং (গ) জেলা প্রশাসনের নিকট জনগণের প্রত্যাশা।
চতুর্থ অধিবেশন	**সিভিল সার্ভিস:** (ক) সিভিল সার্ভিস ও প্রশাসন ক্যাডারের ইতিহাস: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত; (খ) সিভিল সার্ভিস: আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত; এবং (গ) বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রশাসনের সম্ভাবনা।
পঞ্চম অধিবেশন	**সংবিধান ও সরকার কাঠামো:** (ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; (খ) সরকার কাঠামো এবং সরকার পরিচালনা পদ্ধতি; (গ) রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক; এবং (ঘ) রাষ্ট্র এবং সরকারের আন্তঃসম্পর্ক।
ষষ্ঠ অধিবেশন	**ই-সেবা সংক্রান্ত:** (ক) ই-সেবা সংক্রান্ত; (খ) জেলা তথ্য বাতায়ন সংক্রান্ত; (গ) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র সংক্রান্ত; (ঘ) ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত; এবং (ঙ) ফ্রন্ট ডেস্ক ও গণশুনানি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান।

দ্বিতীয় দিবস

অধিবেশন	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম অধিবেশন	**সরকারি কর্মচারীর আচরণ:** (ক) সরকারি কর্মচারীর দায়িত্ব ও নৈতিকতা; এবং (খ) শিষ্টাচার, প্রটোকল এবং জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিগণের সঙ্গে আচরণ।
দ্বিতীয় অধিবেশন	**সরকারি কর্মচারী সংক্রান্ত আইন ও বিধি:** (ক) সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯; (খ) সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫; (গ) সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯; এবং (ঘ) নির্ধারিত ছুটি বিধি।
তৃতীয় অধিবেশন	**গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি:** (ক) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা-পদ্ধতি; এবং (খ) ফৌজদারি কার্যবিধি, বাংলাদেশ দন্ডবিধি এবং সাক্ষ্য আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব।
চতুর্থ অধিবেশন	**পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত:** (ক) The Public Examination (Offences) Act, 1980 এবং পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব; এবং (খ) সংক্ষেপে Rules of Business, 1996 এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪।
পঞ্চম অধিবেশন	**উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় :** (ক) মাঠ প্রশাসনে উদ্ভূত সমস্যা এবং সমাধানের কৌশলাদি; (খ) জেলার উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়ন-প্রকল্প সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান; এবং (গ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।
ষষ্ঠ অধিবেশন	**তথ্য অধিকার, শুদ্ধাচার ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম:** (ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কিত বিষয়াদি; (খ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কিত বিষয়াদি; (গ) সেবা প্রদানে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কিত বিষয়াদি; (ঘ) অভিযোগ প্রতিকার সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০১৫; এবং (ঙ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা।

তৃতীয় দিবস

অধিবেশন	প্রশিক্ষণের বিষয়
প্রথম অধিবেশন	**রূপকল্প ২০২১:** (ক) সরকারের দর্শন, SDG, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং রূপকল্প (ভিশন-২০২১ এবং ২০৪১); (খ) সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান; এবং (গ) রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে ICT-এর ব্যবহার।
দ্বিতীয় অধিবেশন	**ভূমি ব্যবস্থাপনা:** (ক) ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা: ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও বর্তমান কার্যক্রম; (খ) কালেক্টর হিসেবে জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও ভূমিকা; এবং (গ) ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট আইন।
তৃতীয় অধিবেশন	**স্থানীয় সরকার:** (ক) সিটি করর্পোরেশন, পৌরসভা সংক্রান্ত আইন সংক্রান্ত; (খ) জেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি (সংক্ষিপ্ত); (গ) উপজেলা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি এবং সংশ্লিষ্ট আইন; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যাবলি; এবং (ঙ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক।
চতুর্থ অধিবেশন	**ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি:** (ক) Public Procurement Act, 2006 এবং Public Procurement Rules, 2008; এবং (খ) আর্থিক ক্ষমতার্পণ ও সরকারি সম্পদ ব্যবহারের রীতি-নীতি।
সমাপনী অধিবেশন	অনুজ এবং অগ্রজ কর্মকর্তাদের সংলাপ এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মুক্ত আলোচনা।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** চট্রগ্রাম বিভাগের Orientation training-এ পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রযোজ্য আইন এবং বিধি বিষয়ে একটি পৃথক অধিবেশনের আয়োজন করতে হবে]